মেহেরপুর ও গাংনী থেকে হাজারও নেতা কর্মী খুলনার পথে

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বিএনপির রোড মার্চে গাংনী থেকে খুলনা অভিমুখে সকাল সাড়ে ৭ টার সময় বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেল যোগে হাজার হাজার নেতা কর্মী রওনা হয়েছে। রোড মার্চকে ঘীরে সকাল সাড়ে ৭ টার সময় কয়েক হাজার নেতা কর্মী গাংনী বাজারে এসে জড়ো হয়।

এদিকে রোডমার্চ সফল করতে ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন মেহেরপুরের বিএনপির নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে কয়েক হাজার নেতাকর্মী মেহেরপুর জেলা থেকে ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেলে যাত্রা শুরু করেন।

বিএনপির এক দফা দাবীতে গাংনী উপজেলা শহর থেকে রওনা হওয়া গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বলেন, বিএনপির বিভাগীয় রোডমার্চ সফল করার জন্য আমরা যে যেভাবে পারছি খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা এ সমাবেশ সফল করতে পারব বলে আশা করছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, বিভাগীয় রোডমার্চ ও সমাবেশ সফল করার জন্য আমরা সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছি। সকাল থেকেই জেলা শহর ছাড়াও গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে জড়ো হচ্ছেন। যথা সময়ে সমাবেশ শুরু হবে। সমাবেশকে ঘিরে আমাদের কোনো সংশয় নেই।

এদিকে সকাল সাড়ে ৭ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে নেতা কর্মী খুলনা অভিমুখে।

প্রসঙ্গত, বিএনপির খুলনা বিভাগীয় রোড মার্চ আজ মঙ্গলবার। সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ থেকে এই রোডমার্চ শুরু হবে। মাগুরা, যশোর জেলার ১৬০ কিলোমিটার সড়ক ঘুরে শেষ হবে খুলনা নগরীর জিয়া হল চত্বরে। সেখানেই সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই সমাবেশকে ঘিরে অতীতের সবচেয়ে বড় জমায়েতের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিএনপি। সকাল ১০টায়

ঝিনাইদহে রোড মার্চের উদ্বোধন করবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। মাগুরা ও যশোর হয়ে রোড মার্চ খুলনায় পৌঁছাবে বিকেলে। পথে চারটি পথ সভায় কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখবেন। রোড মার্চের সমাপনী সমাবেশ খুলনার শিববাড়ি মোড়ে অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনীর সীমান্তে মাদকের সয়লাব, অভিযোগ ইউপি চেয়ারম্যানদের

গাংনীর সীমান্ত এলাকা এখন মাদকে সয়লাব হয়ে পড়ছে। যেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় মাদকের স্বর্গরাজ্য। শহরের উঠতি বয়সি তরুনরা মোটরসাইকেল যোগে সীমান্তে গিয়ে মাদক নিয়ে আবারও ফিরে আসছেন। এসব তরুন মাদকসেবিদের আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে সাজার ব্যবস্থা অথবা ডোব টেস্টের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। খোদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ প্রশাসনের কাছে এই আবেদন জানান।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) গাংনী উপজেলা মাসিক আইনশৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মিটিং এ এই আহবান জানান তারা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক আইন শৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী।

উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, তেঁতলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু প্রমুখ। এসময় সরকারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, র্যাব, বিজিবি, ইফার প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাসিক মিটিং এ সীমান্তবর্তি তেঁতুলবাড়িয়া চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ ও মোহনা টিভির জেলা প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ এলাকার মাদকের ভয়াবহতা তুলে ধরেন। তারা র্যাব, বিজিবি ও পুলিশকে আরও সক্রিয় হয়ে দায়ীত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানান। মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বলেন, সামনের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনকে অস্থিতিশীল করার জন্য এক শ্রেনীর মানুষ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করতে পারে। এই স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশাসনকে সচেতন থাকারও অনুরোধ জানান।

পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বিষয়টি গুরত্বের সাথে দেখে পুলিশ, র্যাব ও বিজিবিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে অনুরোধ জানান।

মেহেরপুরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সংবাদ সম্মেলন

দীর্ঘদিন ধরে নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় এবার কর্মবিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরেও সংবাদ সম্মেলন করে তাদের দাবি ও পরবর্তী কর্মসূচীর ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি সহযোগী

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, প্রধানমন্ত্রী সকল ক্যাডারের জন্য সুপার নিউমারি পদে পদোন্নতি দিয়ে ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা দিলেও তা পালিত হয়নি, আন্ত ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা বারবার দেওয়া হলেও সে নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। শিক্ষা ক্যাডারের গ্রেড উন্নয়নের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাও কার্যকর করা হয়নি।

তিনি দাবী জানিয়ে বলেন, শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকালকে নন ভেকেশন সার্ভিস ঘোষণা কেও পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত জেলা ও উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি বলেন, এসকল দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্দেশনা অনুযায়ী ২ অক্টোবর সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও এক দিনের কর্মবিরতি পালন করবেন তারা। এই কর্ম বিরতি শুধুমাত্র সরকারি কলেজগুলোতে পালন করা হবে। এরপরও দাবি পূরণে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে আগামী ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর টানা তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর নেতৃত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিউল ইসলাম সরদার, সহযোগী অধ্যাপক ও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক খেজমত আলী মালিথা, সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সরকারী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন, নজির আহমেদ সিদ্দিকী সহ শিক্ষক নেতারা।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের

অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের পৃথক টিম গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে এই অভিযান চালান পুলিশ।

ওসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে পৃথক অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার আদালতের পারোয়ানভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বৃত্তিতে এগিয়ে সন্ধানী ও জিনিয়াস

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় জিপিএ ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণদের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায়ী শিক্ষা শাখার নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করেছ। মেহেরপুর জেলায় মোট ১১৪ জন ছাত্র ছাত্রী বৃত্তির আওতায় এসেছে। এদের মধ্যে মেধাবৃত্তি পেয়েছেন পাঁচজন, উপজেলা কোটাতে পেয়েছেন ছয় জন এবং সাধারণ কোটায় বৃত্তি পেয়েছেন মোট ৯৩ জন ছাত্রছাত্রী।

গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ১৭৮১ জনের মেধা ও সাধারণ বৃত্তি প্রদানের তালিকা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ৩৮৭ জন মেধা বৃত্তি ও ১৩৯৪ জন সাধারণ বৃত্তি পেয়েছেন।

মেহেরপুর জেলাতে মেধাতালিকায় জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এবং সংখ্যা বিবেচনায় গাংনীর সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ জেলার সেরা হয়েছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের ৩ শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি, উপজেলা কোটায় ১ শিক্ষার্থী ও সাধারণ কোটায় ৭ শিক্ষার্থী নিয়ে মোট ১১ জন এ তালিকায় রয়েছেন।

অপরদিকে গাংনীর সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের ১ জন শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি, উপজেলা কোটায় ২ জন ও সাধারণ কোটায় ১৮ জন শিক্ষার্থী বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছে।

২০২৩ সালের এসএসসি ফলাফলের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত তালিকায় মেহেরপুর জেলার সকল শিক্ষার্থীর নাম নিম্নরুপ।

মেধাতালিকায় বৃত্তি পেয়েছেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের মুশফিকুর রহমান, মীর রাফসান বাসার, নুসরাত জাহান, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের তালহা জুবায়ের অমি এবং মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ফাতেমা তাহসিন শরীফ।

উপজেলা কোটাতে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের আহনাফ শাহরিয়ার জারিফ,সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের আবরার জারিফ,সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের এ এইচ এম এহতেশাম মাহমুদ ও মোঃ সায়েম আল হাসান, জয়পুর তারানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মো: রহমত উল্লাহ এবং বাগোয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের সুলতান আহামেদ।

সাধারণ কোটাতে জেলাব্যপী ৯৩ জন বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় রয়েছেন, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, আবরার রাফিদ,হামিম আল ওয়াহিদ অয়ন, সুপ্রিয় রায়, মুনতাসির আল সাবিক, মো: মশিউর রহমান, ওয়াকিফ মাহমুদ, মোঃ তানজিম রহমান অর্পণ, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ মুহতাসিম ফুয়াদ, আরাফাত আমান রায়ান, মোঃ শফি সিদ্দিকী ও মাহাফুজ।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের মোঃ জাকির হোসেন, শেখ শামসুল আরেফিন, ইশরাত জাহান, সাদিয়া রহমান, রাফিয়া তাসনিয়া, রশিদা আনজুম স্নেহা ও সালমা খাতুন।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জান্নাতুল ফেরদৌস

প্রীতি, আনিসা শর্মিলা, মোছাঃ আয়েশা আক্তার, লীলা খাতুন, আয়েশা খান, মিস বর্ষা আক্তার বিজলী ও তাপসী সাহা।

জাদুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের মোছাঃ নিষাত জামান ও মোছাঃ সিমলা খাতুন। মোমিনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ নওশীন জাহান। সুবিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোঃ আজাদ আলী। আর আর উচ্চ বিদ্যালয় সৈয়দ জুবায়ের হাসান সাবিত ও মোঃ সোহান আহমেদ।

শ্যামপুর শালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সানজিদা আক্তার এবং হাতিভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস।

গাংনী উপজেলা তালিকায় রয়েছে, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের মোঃ সিয়াম ইসলাম সাম্য, হাসিন রায়হান, মোঃ নাফিস ফুয়াদ, মোঃ আরাফাত হোসাইন, মোঃ মাশরাফি আল শামস উৎস,আহনাফ ইসলাম বর্ণিল, আফিফ আহমেদ, মোঃ তারেক রহমান, তাসনিয়া তাহসিন, আফরিন আঞ্জুম মিফতা,মোছাঃ নাজবিন জাহান নেহা, উম্মে মুশফিকা সুধা, মুমতারিন ইসলাম তমা, মুমতাহিন ইসলাম প্রিয়া, অনিকা তাবাসসুম, শাহরিয়ার আহমেদ, মোঃ বাইজিদ বোস্তামী ও ইয়াসমিন আরাবী।

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের জান্নাতুন নাহার চাঁদনী।বাঁশবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের হোসাইন আদ্রিতা ইমরোজ, সাদিয়া তুত তাইয়েবা, মোছাঃ সাদিয়া আফরোজ ও লাবিব মাহমুদ।ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজয় কুমার শর্মা ও আব্দুল্লাহ আল নোমান।গাংনী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের মোঃ জুবায়ের আহমেদ,মোছাঃ শামিহা নূর তানজিম, মোঃ সামিউল হোসেন, সেলিম রেজা, ফইরুজ ফারিহা ও মোছাঃ কানিজ ফাতিমা হুরাইয়া।জোড়পুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের রেয়ান আহমেদ, মোঃ রাশিদুল ইসলাম ও মোঃ ফাহাদ আলী।হোগলবাড়িয়া মোহাম্মদপুর হাজী ভরষউদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের শাহজাদা আলম ও মো: সোহান আলী।বামুন্দি নিশিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ফাতেমা আজমী।এম এইচ এ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মোছাঃ সীমা খাতুন, মোছাঃ সোহানা খাতুন ও মোছাঃ রত্না খাতুন।কুমারীডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ তিশা খাতুন। জে টি এস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ ফাতেমা আক্তার হাসি। কে এন এস এইচ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সানজিদা সিদ্দিকা ফাতিমা।বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোছাঃ বুশরা খাতুন ও মোঃ নূর হোসাইন। এন পি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ মাহী। লুৎফুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয় মোঃ রাজা মিয়া এবং মোহাম্মদপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মোঃ সাইফ হাসান ফাহিম।

মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর তারানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ ইসরাত জাহান, আফসানা মিমি শান্তা, মোছাঃ সাবিকুন্নাহার তিশা, মোঃ আব্দুল মালেক। বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিয়ন কারিগর, সানিয়া মন্ডল, মনিষা মন্ডল ও তামিম ইকবাল। দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন। দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোঃ শাহরিয়ার নাফিস। আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমির মো: আবু সাইদ এবং মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাহফুজ আলাম সিনহা।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শেখ হাসিনার বিকল্প নাই-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন আগামী নির্বাচন ২০২৪ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নাই। নৌকায় মানুষ ভোট দিয়েছিলো বলে একসময় দেশ স্বাধীন হয়েছিল। আবার নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে এখন দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের এক রোল মডেল। এই ধারাবাহিকতা রক্ষায় আগামী নির্বাচনেও আপনাদেরকে নৌকায় ভোট দিতে হবে।

সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর বিকালে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নে আয়োজিত গণসংযোগ ও পথসভায়ায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন একথা বলেন। এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের ইসলামপুর, সাহেবপুর, ভবনন্দপুর ও টেংরামরি গ্রামে গণসংযোগ ও পথসভায় অংশ নেন তিনি।

এর আগে প্রতিমন্ত্রীর ফরাদ হোসেন এমপির আমদহ ইউনিয়নে আগমন উপলক্ষে এর আগে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকনের নেতৃত্বে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা এক বিশাল মোটরসাইকেল র্যালির মাধ্যমে প্রতিমন্ত্রীকে বরণ করে নেন। এবং স্থানীয় জনগণ তাকে শুভেচ্ছাসহ বরন করে নেন।

মেহেরপুর পৌর ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জামায়াত- বিএনপির সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর পৌর ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকালে পৌর ছাত্রলীগের ছাত্রনেতা রাতুলের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি বিক্ষোভ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্যে দেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন।

এসময় বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ছহিউদ্দিন কলেজ ছাত্রনেতা পিন্টু, অমিত, রাব্বি, রাসেল, রকিবুল, লতিফ, সুরুজ, আবির, শাহিন সহ পৌর ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা অংশ গ্রহণ করেন।

মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

“শব্দ শিখুন, ভাষা শিখুন “শব্দ ভান্ডারের দক্ষতা মানুষের যোগাযোগ এবং সামাজিক দক্ষতা উন্নত করে এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে, সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারস্কুল ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি মাদ্রাসার ৯৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে। বেলা ১১ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতার পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরিক্ষা শেষে খাতা মুল্যায়ন করে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর এডমিন অফিসার অশোক মালাকার এর সঞ্চালনায় এবং গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিভোব দেওয়ানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন করিম, মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রি কলেজের সাবেক প্রফেসর বাকের আলী।

ইন্টারস্কুল ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি মাদ্রাসার ৯৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ৫ জন বিজয়ী হয়।

গুডনেইবারর্স আয়োজিত ইন্টারস্কুল ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় ৯৫ জন প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রী সাদিয়া আক্তার মাহি। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জয়পুর তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ছাত্রী সুমাইয়া, তৃতীয় স্থান অধিকার করে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মুশফিকুর, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুর এর ছাত্রী মারিয়া আক্তার ও রিয়া খাতুন।

অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট, বই এবং সার্টিফিকেট উপহার হিসাবে তুলে দেন।

আদালতের স্বপ্রণোদিত মামলায় মীর কামরুজ্জামান কারাগারে

মেহেরপুরে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় মীর কামরুজ্জামানকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো: তরিকুল ইসলাম।

রবিবার ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে মীর কামরুজ্জামান সিনিৃয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে আদালত জামিন না মঞ্জুর করে তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

আদালতের স্বপ্রনদিত মামলার শুনানিতে হাজির না হওয়ার কারনে ১৩ জুলাই মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিলো আদলত। এর পর থেকেই মীর কামরুজ্জামান হাইকোর্টের জামিনে ছিলেন। হাইকোর্টের জামিনের মেয়াদ শেষ হলে ৩০ আগষ্ট তিনি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন বৃদ্ধির আবেদন করেন। মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহীদুল্লাহ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত তার জামিন বৃদ্ধি করেন এবং জামিনের মেয়াদ শেষ হলে আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ প্রদান করে।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে বিএনপি’র সমাবেশ ও

বিক্ষোভ মিছিল

বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে জেলা বিএনপি।

আজ রবিবার ২৪ সেপ্টেম্বর বিকালে শহরের কলেজ মোড়ে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। সমাবেশের পর বিক্ষোভ মিছিলটি এক কথায় জনসমুদ্রের পরিণত হয়।

সমাবেশে মাসুদ অরুণ বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়া প্রয়োজন। অনতিবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশের প্রেরণের অনুমতি দিতে হবে। নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া দেশে কোন নির্বাচন হতে দেয়া হবে না। সমাবেশে যে লোক সমাগম হয়েছে, তারা এসেছে ভালোবাসা থেকে। মাসুদ অরুন কখনো টাকা দিয়ে মানুষ আনে না।’

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণ। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাংগাঠনিক সম্পাদক অ্যাড. মারুফ আহম্মেদ বিজন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয়।